AJKER FARIAD
24-09-2015

ইকফাই-এ

আগামী শিক্ষাবর্ষেই চালু হচ্ছে স্পেশাল বিএড

স্টাফ রিপোর্টার, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ সম্ভবত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার অধীনে চালু হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ক নতুন আরেকটি কোর্স। ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিশেষ শিক্ষা) নামক দুই বছরের এই কোর্সে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার ইতোমধ্যেই নতুন এই কোর্স চালু করার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় 'নো অবজেকশন' দিয়েছে। এই ধরণের কোর্স চালু করার জন্য ভারত সরকারের সংস্থা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (আরসিআই)'র অনুমোদন একান্ত আবশ্যক। প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ার আগে আরসিআই আবেদনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে পরিকাঠামোগত সুবিধা, প্রস্তাবিত ফ্যাকাল্টির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো সরেজমিনে দেখে নেয়। এরই অঙ্গ হিসাবে রিগ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া-র একটি দল মঙ্গলবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে এসেছে। ২-সদস্যক পরিদর্শক দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন মনোবিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক তথা কাউন্সিলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডঃ অশোক চক্রবর্তী। সদস্য হিসাবে এসেছেন ডঃ বিনয় ভূষন মহাপাত্র। বুধবার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে আরসিআই'র প্রতিনিধিদলটি বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রস্তাবিত শ্রেণিকক্ষ, গ্রান্থাগার, পরীক্ষাগার, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের চলাফেরার সুবিধাযোগ্য র‍্যাম্প, ফাকাল্টিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বসার জায়গাসহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত বিষয়গুলো যাচাই করে নেন। পরিদর্শন শেষে ডঃ অশোক চক্রবর্তী ও ডঃ বিনয় ভূষণ মহাপাত্র বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার, দায়িত্বপ্রাপ্ত নিবন্ধক ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ, পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষিণ বিভাগের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ডঃ চক্রবর্তী জানান, বিএড (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্সে পাশ করার পর শিক্ষিকতা পেশায় কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তিনি জানান, ভারতে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দারুন স্বল্পতা রয়েছে। অথচ দেশের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও নিউজিল্যান্ডে এধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য চাকুরির প্রচুর —পাঁচের পৃষ্ঠায়

স্পেশাল বিএড

— আটের পাতার পর

সুযোগ রয়েছে। তিনি আরো জানান, সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন (সিবিএসই) অতি সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে সারা দেশে সিবিএসই অনুমোদিত সবক'টি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে এমন দু'জন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের পড়াতে পারবে। এতবিএ (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্সে পড়ার আগ্রহ বাধ্যতামূলকভাবেই বাড়বে। ডঃ চক্রবর্তী তথ্য দিয়ে বলেন, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্য, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের কথা বাদ দিলে সারা ভারতেই বিএড (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্সে পড়ার আগ্রহ খুব কম অথচ পাশ করতে পারলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুবই বেশি। তিনি জানান, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এই কোর্স চালু করার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার আরসিআই'র পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডঃ অশোক চক্রবর্তীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করেন।

44 CM.